মৃচ্ছকটিক: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. অসীম সরকার
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক:

অনুশীলা বিশ্বাস
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

আগস্ট ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, অনুশীলা বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থাপিত **মৃচ্ছকটিক: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. অসীম সরকার
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **মৃচ্ছকটিকঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য লিখিত। অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এম.ফিল বা পি-এইচ.ডি বা অন্য কোনো উচ্চতর ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

এ অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে তা পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষক

অনুশীলা বিশ্বাস
সংস্কৃত বিভাগ
পরীক্ষার রোল নং- ০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.ফিল
নিবন্ধন নং- ৬৯
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে **মৃচ্ছকটিকঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনে সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহের কারণেই আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমি তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ভালোবাসা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বিভাগের সকল শিক্ষকমণ্ডলীকে, যাঁরা গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন।

আরও স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মহাদেব বিশ্বাস এবং মাতা অঞ্জলি বিশ্বাসকে। পিতামাতার আশীর্বাদ এবং স্নেহের ছোটভাই সায়নের শুভকামনা আমাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে।

আরও স্মরণ করছি আমার স্বামী উৎপল দাসকে, যার আন্তরিক অনুপ্রেরণার ফসল আমার এ গবেষণা কর্ম।

এছাড়াও সহপাঠী সোমা দে'র প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার সহযোগিতা ও পরামর্শ এই গবেষণা কর্মটিকে সফল করতে সাহায্য করেছে। গবেষণাকাজে

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার ব্যবহার করেছি। এই জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অক্ষর-বিন্যাস-সংক্রান্ত কাজে গাউসুল আজম সুপার মার্কেটের ফারুক ভাই এবং আরিফ ভাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সকল পুস্তক ও জার্নালের সহায়তা নিতে হয়েছে সেসব পুস্তক ও জার্নালের লেখকদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এছাড়াও যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এ গবেষণা কাজে নিরন্তর উৎসাহ এবং প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদেরকে জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

বিনয়াবত

অনুশীলা বিশ্বাস
এম.ফিল. গবেষক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ **১-১৩**

ভূমিকা

কবি পরিচিতি

মৃচ্ছকটিক পরিচিতি

নাটক ও প্রকরণের পার্থক্য

প্রকরণ হিসেবে মৃচ্ছকটিকের বৈশিষ্ট্য

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চসন্ধি বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ **১৪-১৮**

অঙ্কানুসারে দশ অঙ্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

তৃতীয় অধ্যায়ঃ **১৫-২৭**

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্রণ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ **২৮-৩১**

মৃচ্ছকটিক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের বর্ণনা।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ **৩২-৩৪**

ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকর্ম হিসেবে মৃচ্ছকটিকের মূল্যায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ **৩৫-৩৮**

উপসংহার

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

মৃচ্ছকটিকঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাট্যকর্ম। সংস্কৃত নাট্যকর্মের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে মৃচ্ছকটিক হলো প্রকরণ। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। গণিকা বসন্তসেনা এবং ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয়-কাহিনী এ প্রকরণের বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে রাজসভার সাথে সাধারণ মানুষের চিত্র এই একটি মাত্র প্রকরণেই লক্ষ করা যায়। মৃচ্ছকটিকের কাহিনী সম্পূর্ণ লৌকিক। এটিকে আমরা সামাজিক প্রকরণ হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। এখানে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ প্রকরণে আমরা কালিদাস, ভবভূতি ও অন্যান্য খ্যাতিমান কবিদের সূক্ষ্ম ভাবাবেগ ও সৌন্দর্য চেতনার মোহ থেকে কঠোর বাস্তবের দৃঢ় ভূমিতে এসে পোঁছাই। এখানে আমরা দেখা পাই তস্কর ও জুয়াড়িদের, ভিক্ষু, দুর্বৃত্ত ও নিষ্কর্মাদের, বারাঙ্গনা ও তার সঙ্গী সাথীদের। মৃচ্ছকটিকে লক্ষ করা যায়, দেবতার স্থানে মানুষ প্রশংসিত হচ্ছে। ভাগ্য বা দৈবকে নাট্যকার মানুষের কাছে গৌণ করে মানুষকে মুখ্য ভূমিকায় এনেছেন। এখানে বাস্তবতার গভীরতা এতটাই, যেন মনে হয় কোনো দেবতা নয়, মানুষই সংসারে সকল শুভকর্মের প্রতিপালক।

চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার শূদ্রক অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে সাধারণত চরিত্রগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এক্ষেত্রে প্রকরণ শ্রেণীর চরিত্রেও রয়েছে আলাদা বেশিষ্ট্য। বিখ্যাত আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর ***সাহিত্যদর্পণ*** গ্রন্থে বলেছেন, প্রকরণের ঘটনা হবে লৌকিক, কবিকল্পিত। মূল রস হবে শৃঙ্গার, নায়ক বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের চর্চায় নিরত এবং ধীরপ্রশান্ত। নায়িকা কখনো কুলনারী কখনো গণিকা অথবা দুজনেই হতে পারে। শাস্ত্রানুসারে চিত্রিত চরিত্রের বহুরূপতা তেমন থাকে না। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখতে পাই, চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন সময়ে নানা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে প্রচলিত মূল্যবোধকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করতে। এসব কারণে চরিত্রগুলি আরো বেশি জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এ প্রকরণে বিচিত্রতার ধারাটি অনন্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সমাহার - শিশু থেকে বৃদ্ধ, বন্ধু থেকে দুর্জন, রাজা থেকে চণ্ডাল, ধনী থেকে নির্ধন সবই পরিলক্ষিত হয়। নামকরণ, বাস্তবসম্মত, সুবৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিসর, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের সমাহার, গতিময়তা, ভাবের গভীরতা, চরিত্রচিত্রণে বিশিষ্টতা এসকল অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকরণটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খুবই সমাদৃত। নানাধরনের কবিত্ব, ভাষা, হাস্যরস, সামাজিক ব্যঞ্জনা ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপসহ বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রসের অবগাহনে প্রকরণটি যে শুধু সমাজের ও সমৃদ্ধ মানবজীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেছে তা নয়, জীবনের নানা ভালোবাসার উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অনুভব, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পেরেছে। প্রকরণে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার জীবনবোধের গভীরতা তাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্বকে মহিমান্বিত করেছে। এখানে চারুদত্ত ও বসন্তসেনা শুধু একে অপরে রূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নন, গুণেরও সমাদর করেছেন। বহু বিরহ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দুজনে গভীর ভালোবাসা ও জীবনবোধে আবদ্ধ।

সাহিত্যের মুখ্য বিচার জীবনের পুনর্মূল্যায়নে। সেই মানদণ্ড অনুযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যে মৃচ্ছকটিকের স্থান অনেক উঁচুতে। চারুদত্তের জীবনে একদিকে দাম্পত্য সম্পর্ক, অভাবের টানাপোড়েন, অন্যদিকে গণিকা বসন্তসেনার প্রতি প্রেম, বসন্তসেনার গণিকাবৃত্তি ও শকারের প্রলোভন, মৈত্রেয়ের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি। অসহায় শর্বিলকের নৈতিক মূল্যবোধ, মদনিকার প্রেম, চারুদত্তের রাজদ্রোহিতার শঙ্কা ও অসহায় শরণাগতকে আশ্রয়দান এরকম বহু মূল্যবোধের উত্থান-পতনের মধ্যে প্রকরণটির বিশিষ্টতা নিহিত। প্রকরণের মূল অংশে অলঙ্কার প্রয়োগের আতিশয্য নেই। তবুও কবির অনুভূতির গভীর ভাবাবেগ মৃচ্ছকটিককে লৌকিক বাস্তবতার দ্বারে অধিষ্ঠিত করেছে। এ ধরনের রচনা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিরল। প্রকরণটি দশ অঙ্কে সমাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মৃচ্ছকটিক নাটকীয় ঘটনাবহুল একটি শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্মটি নিয়ে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রচয়িতা ও গবেষকদের উদ্ধৃতি আংশিক বা সরাসরি উল্লেখ্যের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে তথ্য সমৃদ্ধ করে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি পরিচিতি

মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা শূদ্রক। শূদ্রকের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। বাণভট্ট ***কাদম্বরী*** তে এক শূদ্রক রাজার উল্লেখ করেছেন যিনি জন্মান্তরে চন্দ্রাপীড় ও চন্দ্র ছিলেন। এ থেকে ধারণা করা যায় খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে বাণভট্টের সময়ে শূদ্রক নামে রাজা বর্তমান ছিলেন। মৃচ্ছকটিক প্রকরণ ভাসের চারুদত্তের ওপর ভিত্তি করে রচিত। সুতরাং শূদ্রক অবশ্যই ভাসের পরবর্তী। ***কথাসরিৎসাগরে*** শূদ্রককে শোভাবতীর রাজা বলা হয়েছে। ***রাজতরঙ্গিণীতে*** বলা হয়েছে যে, শূদ্রক ছিলেন বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাজা। কালিদাস বিভিন্ন রচনায় ভাসের কথা উল্লেখ করলেও শূদ্রকের নাম উল্লেখ করেন নি। ***বেতালপঞ্চবিংশতি'র*** বীরবরোপাখ্যানে শূদ্রক বর্ধমানের রাজা। তাঁর কর্মচারী বীরবর রাজার মৃত্যু আসন্ন জেনে নিজের পুত্রকে বলি দিয়ে রাজা শূদ্রকের জন্য শতবর্ষ পরমায়ু বর নেন। মৃচ্ছকটিকেও রাজা শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ুর উল্লেখ আছে। ধারণা করা হয়, মৃচ্ছকটিক প্রকরণে শূদ্রক পরিচিতির শ্লোকগুলিতে বিভিন্ন বিখ্যাত রাজার গুণাবলি একত্র করে নাট্যকার অলংকৃত করেছেন। তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত দণ্ডীর ***অবন্তীসুন্দরীকথা'র*** এক পাণ্ডুলিপিতে একটি শ্লোক পাওয়া যায় যার অর্থ হল: শূদ্রক স্বচ্ছ অসিধারে বার বার পৃথিবী জয় করে তারপর আত্মচরিতার্থক রচনায় পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শূদ্রকে নাসকৃজ্জিত্বা স্বচ্ছয়া খড়্গধারয়া।
জগদ্ভূয়োহভ্যবষ্টব্ধং বাচা স্বচরিতার্থয়া ॥
(তথ্যসূত্র: মৃচ্ছকটিক, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৮০)

বামন (৭৫০-৮০০খ্রি:) তার ***কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*** তে 'শূদ্রকবিরচিতের প্রবন্ধেষু' (৩/২/৪) লিখেছেন, বহুবচন থেকে মনে হয় শূদ্রক মৃচ্ছকটিক ছাড়া অন্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। শূদ্রক নামটিতেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধারণা করা হয় কোনো শূদ্র রাজা বা নাট্যকার যশলাভ করার পর শূদ্র-পরিচয় সার্থককল্পে 'ক' প্রত্যয় যোগকরে বিশেষরূপে ব্যবহার করেন। শূদ্রক সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনা ও তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, শূদ্রক সম্পর্কে ঐ সময়ই সঠিক তথ্য জানা ছিল না। এতে তার প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ মেলে।

মৃচ্ছকটিক পরিচিতি

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ শ্রেণীর নাট্যকর্ম। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল বলয়ের মাঝে রাজসভার সাথে সাধারণ মানুষের চিত্র এই একটি মাত্র রচনায় দেখা যায়। গণিকা বসন্তসেনা এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয়-কাহিনী এ প্রকরণের বিষয়বস্তু। মৃচ্ছকটিকের কাহিনী সম্পূর্ণই লোকজ। এখানে বাস্তবতার ছাপ বিদ্যমান। তাই একে সামাজিক প্রকরণও বলা যেতে পারে। এখানে তস্কর, জুয়াড়ি, দুর্বৃত্ত, গণিকা, ভিক্ষুসহ বিভিন্ন পেশা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। মৃচ্ছকটিকের সমস্যা সংঘাত ও তার নিরসন সবই ঘটেছে সম্পূর্ণ মানবিক জগতে। এ নাটকে অন্যায়ের, অমঙ্গলের দায়িত্বও যেমন মানুষের, তেমনি প্রতিকারের দায়িত্বটাও তাদের। কখনো এককভাবে কখনো যৌথভাবে।

নাটকটির নামকরণেও এর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। প্রকরণের নাম হবে নায়ক-নায়িকার নাম অনুসারে যেমন ***মালতীমাধব***। সে মতে এ প্রকরণের নাম হওয়ার কথা ছিল ***চারুদত্তবসন্তসেনা***। কিন্তু হলো মৃচ্ছকটিক। এ নামের উৎস ষষ্ঠ অঙ্কের একটি গৌণ ঘটনায় নিহিত। বসন্তসেনা চারুদত্তের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে গেলে সে চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের কান্না শুনতে পায়। দাসীর মাধ্যমে বসন্তসেনা জানতে পারলেন, রোহসেন প্রতিবেশীর ছেলের সোনার খেলনাগাড়ি নিয়ে তার সঙ্গে খেলছিল। ছেলেটি তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়াই কান্নার কারণ। কান্না থামাতে দাসী একটি মাটির গাড়ি নিয়ে আসে, তাতে রোহসেনের মন ভরেনা। কান্নাও থামেনা। এ কথা শুনে বসন্তসেনার চোখে জল এল। বসন্তসেনাকে দেখে রোহসেন বলল - কে তুমি? উত্তরে বসন্তসেনা বললেন - 'আমি তোমার মা হই।' রোহসেন বলল - না আমার মা এত গয়না পরে না। তখন বসন্তসেনা অশ্রুসিক্ত নয়নে একে একে নিজের অঙ্গ থেকে অলংকারগুলি খুলে রোহসেনের মাটির গাড়িতে দিয়ে বললেন - 'যাও বাবা এগুলো দিয়ে সোনার খেলনা গাড়ি গড়িয়ে নিও।' এই মাটির গাড়িই সংস্কৃতে মৃচ্ছকটিক। মৃৎ+শকটিক। এ ঘটনা

থেকেই প্রকরণের নাম মৃচ্ছকটিক। প্রকরণের নামকরণে শূদ্রক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করেছেন। ভাসের বিখ্যাত নাটক 'চারুদত্ত' চার অঙ্কে সমাপ্ত। সে কাহিনীর সাথে মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত মিল রয়েছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে নাট্যবিষয়ে যা কিছু গৌরব তা নিহিত আছে ষষ্ঠ থেকে দশম অঙ্কে। প্রকরণটির অন্তর্নিহিত সমস্যা দেখা দেয় ষষ্ঠ অঙ্কে, জটিল হয়ে ওঠে সপ্তম থেকে নবমে, দশম অঙ্কে ঘটে চূড়ান্ত পরিণতি। সুতরাং মৃচ্ছকটিকের নাটকীয় তাৎপর্যের সবটুকু কৃতিত্ব শূদ্রকেরই প্রাপ্য। মাটির গাড়িতে যখন সোনা দিয়ে পূর্ণ করা হলো তখন যেন এই গাড়িটিই প্রকরণে সকল স্বচ্ছ ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে উঠল। অন্তরের সরলতা যাদের গভীর, তাদের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠল এই মৃৎ-শকটিক।

নাটক ও প্রকরণের পার্থক্য

নাটককে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্পণ। কারণ মানবজীবনের টানাপোড়েন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-প্রীতি এতে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে- 'লোকবৃত্তানুকরণং নাটকম্'- অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখ সমন্বিত যে স্বভাব-অনুকরণ অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকেই নাটক বলে।

"যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখ-দুঃখসমন্বিতঃ।
সোহঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

(নাট্যশাস্ত্র ১.৭৮)

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে নাটক সম্পর্কে বলেছেন -

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্‌যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ ॥ ৬.৭
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকাদশপরাস্তত্রাংকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬.৮
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষিধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্
দিব্যোহথ দিব্যাদিব্যো বা গুনবান্নায়কো মতঃ ॥ ৬.৯
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যো নির্বহণেহদ্ভূতঃ ॥ ৬.১০
চত্বার পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যাব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ৬.১১

অর্থাৎ নাটকের বিষয় হবে রামায়ণ-মহাভারতাদি অথবা লোক প্রসিদ্ধ কোনো বিখ্যাত ঘটনা। এতে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ নামক পাঁচটি সন্ধি থাকবে। নাটকে সুখ-দুঃখের উপস্থিতি থাকবে। এটি রসে পরিপূর্ণ হবে, তবে শৃঙ্গার অথবা বীর রস হবে মুখ্য রস, অন্যান্য রস থাকবে সহায়ক রস হিসেবে। নাটকে পাঁচ থেকে দশটি অঙ্ক থাকবে। নাটকের নায়ক হবেন কোনো বিখ্যাত বংশোদ্ভূত ব্যক্তি, কোনো রাজর্ষি অথবা ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো।

নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। দৃষ্টিগ্রাহ্য কাব্যই হলো দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য আবার রূপক ও উপরূপকভেদে দুই প্রকার। এর রূপক দশ প্রকার। নাটক এবং প্রকরণ এই রূপকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকরণ সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে বলেছেন–

ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্ ॥ ৬.২২৪

শৃগারোহঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোহমাত্যোহথবা বণিক।

সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ ॥ (৬.২২৫)

নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।

তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদ স্তৃতীয়কঃ ॥

কিতবদ্যূতকারাদিবিটচেটকসংকুলঃ ॥ (৬.২২৬)

অর্থাৎ, প্রকরণের বিষয়বস্তু হবে লৌকিক ও কবিকল্পিত। অঙ্গী রস হবে শৃঙ্গার এবং নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক, নায়কের চরিত্র হবে ধীর ও প্রশান্ত এবং নশ্বর ধর্ম, কাম ও অর্থে আসক্ত।

প্রকরণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নায়িকা হবে কুলস্ত্রী, কোথাও বেশ্যা, কখনোবা উভয়ই। এভাবে নায়িকাভেদে প্রকরণ তিন প্রকার। তারমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রকরণে ধূর্ত, জুয়াড়ি প্রভৃতি এবং বিট ও চেট থাকবে।

প্রকরণ হিসেবে মৃচ্ছকটিকের বৈশিষ্ট্য

রূপকের প্রকারভেদ অনুযায়ী মৃচ্ছকটিক প্রকরণ। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা হিসেবে খ্যাত ভরতমুনি প্রকরণ সম্পর্কে বলেছেন–

যত্র কবিরাত্মবুদ্ধ্যা বস্তু শরীরঞ্চ নায়কমেব চ।
উৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমিতি তদ্‌বুধৈর্জ্ঞেয়ম্ ॥

নাট্যশাস্ত্র ২০/৪৮

অর্থাৎ, কবি নিজের শক্তিতে যখন উদ্ভাবিত কাহিনী ও নায়ক সৃষ্টি করে নাটক রচনা করেন তখন সেটি হয় প্রকরণ। প্রকরণ দুই প্রকারের। শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। নায়িকা কুলস্ত্রী হলে প্রকরণটি শুদ্ধ, গণিকা হলে সংকীর্ণ।

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, প্রকরণের ঘটনা হবে লৌকিক, কবিকল্পিত মূল রস হবে শৃঙ্গার। নায়ক বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের চর্চায় নিরত এবং ধীরপ্রশান্ত। নায়িকা কখনো কুলনারী কখনো বেশ্যা বা কখনো উভয়েই হতে পারে, এসকল বৈশিষ্ট্যের সাথে মৃচ্ছকটিকের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। মৃচ্ছকটিকে নায়ক ব্রাহ্মণ, নায়িকা গণিকা। নায়ক এখানে ধর্মপরায়ণ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী। শৃঙ্গার এখানে মুখ্য রস। নাটকের কাহিনী সম্পূর্ণ লোকায়ত এবং কবিকল্পিত। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে কুলপুত্র। শর্বিলক ও সংবাহক, সহসা ধনী সংস্থানক, দরিদ্র দর্দুরক, গণিকা মদনিকা, ভৃত্য স্থাবরক, বর্ধমানক। চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয়, দাসী রদনিকা ও দরিদ্র চণ্ডাল। বর্ণের দিক থেকে আছে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ও চণ্ডাল। পেশাতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গণিকা, অধিকরণিক, চোর, দাস-দাসী, বণিক, বিট, চেট, শ্রমণ, হাতির মাহুত, জুয়াড়ি, চণ্ডাল সবই আছে। মোটকথা, মৃচ্ছকটিক প্রকরণটি সম্পূর্ণরূপে একটি বাস্তব-কাহিনী পরিপুষ্ট প্রকরণ এবং প্রকরণটি অতিলৌকিকতা বর্জিত।

কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং নাটক ও প্রকরণের বৈশিষ্ট্যানুসারে মৃচ্ছকটিককে একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণ বলা চলে।

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চসন্ধি বিশ্লেষণ

'সন্ধি' অনুসারে দৃশ্যকাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন আলঙ্কারিকগণ। দৃশ্যকাব্যের প্রধান ঘটনার সাথে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সংযোগ সাধন হয় যার দ্বারা, তারই নাম 'সন্ধি'। এ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় বলেছেন:

অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি

(দশরূপক, ১.২৩)

অর্থাৎ প্রধান বৃত্তান্তটির সঙ্গে যুক্ত টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির একই প্রয়োজন সাধকরূপ সম্বন্ধকে সন্ধি বলে।

মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ।

(সাহিত্যদর্পণ, ৬.৭৫)

অর্থাৎ , মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি— সন্ধি এই পাঁচ প্রকার।

মুখসন্ধিঃ যে সন্ধিতে বহু বৃত্তান্ত এবং বহুরসের সম্বন্ধযুক্ত বীজের উৎপত্তি রয়েছে তা মুখসন্ধি।

মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসংশ্রয়া

(দশরূপক, ১.২৪)

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা॥

প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্।

(সাহিত্যদর্পণ, ৬.৭৬)

অর্থাৎ যেখানে আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনাযুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাকে 'মুখসন্ধি' বলে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের প্রথম অঙ্ক মুখসন্ধির উদাহরণ। এখানে বহুচরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। নানা বর্ণ, নানা ক্রিয়া এবং বিভিন্ন বৃত্তান্তে এটি পূর্ণ। সাধারণত নান্দী শ্লোকে নাট্যবস্তুর পূর্বাভাস দেওয়া থাকে। এখানেও হরপার্বতীর মিলনমূর্তি বর্ণনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এ প্রকরণটি শৃঙ্গার রসাশ্রিত। সামাজিক বিরোধিতার মধ্যেই এ প্রেমের অগ্রগতি তা 'নীলকণ্ঠ' শব্দের ব্যঞ্জনায় বিস্তৃত। নান্দীতে এক বা একাধিক শ্লোকে আশীর্বাদ ও বস্তুনির্দেশ থাকে। এখানে প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ও ব্যঞ্জনায় প্রকরণের বীজ নির্দেশিত।

প্রতিমুখসন্ধিঃ

লক্ষ্যালক্ষ্যতয়োদ্ভেস্তস্য প্রতিমুখং ভবেৎ।

(দশরূপক ১.৩০)

অর্থাৎ, মুখসন্ধিতে নিবেশিত ফলসাধনের প্রধান হেতুটির প্রকাশ সেখানে লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এবং অনুমানের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সেটি হল 'প্রতিমুখসন্ধি'।

ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ॥

(সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৭)

অর্থাৎ, মুখসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট মুখ্যফল লাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রকাশ পায় তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে চতুর্থ অঙ্ক প্রতিমুখ সন্ধির উদাহরণ। চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনা আর্য চারুদত্তের চিত্রফলকের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এ দৃশ্য মদনিকার দৃষ্টি গোচর হওয়ায় কিছুটা লক্ষ্য হলো। আবার চতুর্থ অঙ্কেই চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ মৈত্রেয়ের অনুমান হেতু কিছুটা অলক্ষ্য হলো।

গর্ভসন্ধিঃ

গর্ভ সন্ধির লক্ষণ সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন-

ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমূদ্‌ভেদো হ্রাসান্বেষনবান্মু হুঃ॥

(সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৮)

অর্থাৎ, পূর্বের দুটি সন্ধিতে অল্প মাত্রায় বিকশিত হয়েছে প্রধান ফলের যে উপায়, সেটি বারবার যে সন্ধিতে বিকাশ, ক্ষীণতা এবং অন্বেষণযুক্ত হয়েছে, তারই নাম গর্ভসন্ধি। মৃচ্ছকটিকে প্রধান ফল হলো চারুদত্ত বসন্তসেনার মিলন। যেমন, মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে শেষের দিকে বর্ষা-বাদল, মেঘ গর্জনের ক্ষণে দুজনের মিলনাকঙ্ক্ষা সফল হয়েছে এবং ষষ্ঠ অঙ্কে বসন্তসেনার আবার চারুদত্তকে দেখার আগ্রহে মন চঞ্চল হওয়া, চারুদত্তের পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ, সবকিছুই চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার ভালোবাসা ও অনুরাগেরই প্রকাশ।

বিমর্ষসন্ধিঃ

যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোহধিকঃ
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।

(সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৯)

অর্থাৎ যেখানে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকশিত অথচ শাপ প্রভৃতির দ্বারা বাধাযুক্ত হয় সেখানে বিমর্ষসন্ধি হয়। মৃচ্ছকটিকের সপ্তম এবং অষ্টম অঙ্ক বিমর্ষসন্ধি। নাটকে চারুদত্ত এবং বসন্তসেনার মিলনস্বরূপ যে মুখ্যফল তা এখানে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বসন্তসেনা চারুদত্তের বাগানবাড়িতে যাচ্ছিলেন অভিসারে। পথমধ্যে গাড়ি এবং গাড়ির মানুষ দুইই বদল হওয়ায় মিলন ব্যহত হয়েছে।

নির্বহণসন্ধিঃ

বীজবন্তো মুখাদ্যার্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।

একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ॥

(সাহিত্যদর্পণ ৬.৮০)

যথাযথভাবে মুখাদিসন্ধিতে বিন্যস্ত বীজযুক্ত বিষয়সমূহ যখন একার্থে উপনীত হয়, তখন নির্বহণসন্ধি হয়। এরই আরেক নাম উপসংহৃতি বা উপসংহার সন্ধি।

প্রথম অঙ্ক থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আর্য চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলনের পথে যেসব বাধা বিপত্তি ছিল তা সব কাটিয়ে দশম অঙ্কে বসন্তসেনার বধূত্ব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মৃচ্ছকটিকের দশম অঙ্ক তাই সফল নির্বহণসন্ধির উদাহরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঙ্কানুসারে দশ অঙ্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রথম অঙ্কঃ অলঙ্কারন্যাস

নাট্যকার শূদ্রকরচিত 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণটি মোট দশ অঙ্কে সমাপ্ত। এর মধ্যে অলংকারন্যাস নামে প্রথম অঙ্কের শুরুতেই রয়েছে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার প্রথমে সূত্রধার নিজের সম্পর্কে এবং নাট্যকার শূদ্রক সম্পর্কে বলেছেন। এরপর মূল কাহিনী শুরু। প্রকরণের শুরুতেই দেখা যায় বিদূষক মৈত্রেয় তার প্রিয়বন্ধু চারুদত্তের বাড়িতে যাচ্ছেন। মৈত্রেয় হলেন চারুদত্তের মিত্র এবং হাস্যরসিক, খাদ্য রসিক ব্রাহ্মণ। মৈত্রেয়ের কথা থেকে জানা যায় চারুদত্ত অতীতে খুব ধনী ছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত দানশীলতার কারণে আজ তিনি চরম দারিদ্র্যতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন।

এরপর মৈত্রেয়ের চারুদত্তের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং মৈত্রেয় চারুদত্তকে একটি উত্তরীয় উপহার দেন। এই উত্তরীয়টি তিনি মূলত চূর্ণবৃদ্ধের কাছ থেকে এনেছেন। এরপর চারুদত্ত মৈত্রেয়ের সাথে কথপোকথন শুরু করেন। এ আলোচনায় মূলত দারিদ্র্যতার কষাঘাতের কথাই উঠে আসে। চারুদত্ত দারিদ্র্যতাকে মৃত্যুর চেয়েও অধিক কষ্টকর বলে উল্লেখ করেন।

এরপর অন্যদৃশ্য শুরু হয়। এ দৃশ্যে নায়িকা গণিকা বসন্তসেনা শকারের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। বসন্তসেনা একজন গণিকা হওয়া সত্ত্বেও শকারকে অপছন্দ করেন। তিনি শকারের সাথে প্রেমালাপ বা মিলনে আগ্রহী নন, বরং তিনি শঙ্কিত। অন্যদিকে শকার বসন্তসেনাকে নিজের করতে চান এবং বসন্তসেনার সাথে মিলনের জন্য তিনি বল প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। এ দৃশ্যে আরো দেখা যায়, শকার তার দলবল নিয়ে বসন্তসেনার পেছনে ছুটছেন বসন্তসেনাকে নিজের

করার জন্য। বসন্তসেনা নির্জন পথে ছুটে চলছেন শকারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত বসন্তসেনাকে ধরে ফেলে শকার, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বসন্তসেনা শকারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এরপর বসন্তসেনা শকারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন।

শকার চারুদত্তের গৃহে উপস্থিত হন এবং ঐ অন্ধকারেই চারুদত্তের গৃহপরিচারিকা রদনিকাকে ধরে ফেলে বসন্তসেনা ভেবে। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পারেন শকার এবং পালিয়ে যান। এক পর্যায়ে বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং চারুদত্তের সাথে বসন্তসেনার পরিচয় হয়। বসন্তসেনা নিজ গয়না চারুদত্তের কাছে রেখে যান এবং চারুদত্ত সেই গয়না মৈত্রেয়কে হেফাজতে রাখতে বলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কঃ দ্যূতকর- সংবাহক

দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্তসেনা তার দাসী মদনিকার সাথে কথপোকথন করছেন তার নিজ গৃহে। সেখানে বসন্তসেনা সংবাহক নামে একজনকে নিগৃহের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই ব্যক্তি পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যান বাকিসব জুয়াড়িদের হাতে। বসন্তসেনা এই সংবাহকের জন্য অর্থ ব্যয় করেন এবং তার জীবন রক্ষা করেন। এরপর এই সংবাহক সংসার ত্যাগ করে সাধু হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই বসন্তনেসার একজন দাস কর্ণপূরক এসে উপস্থিত হন এবং তিনি চারুদত্তের দানধর্মের প্রশংসা করেন।

তৃতীয় অঙ্কঃ সন্ধিচ্ছেদ

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় শর্বিলক নামক চোর মৈত্রেয় এবং চারুদত্তের কাছ থেকে বসন্তসেনার গয়নার বাক্স চুরি করে। এই শর্বিলক ভালোবাসে বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে। শর্বিলক

একজন ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি চুরি করছেন মদনিকাকে মুক্ত করার জন্য। সেই যুগে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ দিতে হতো।

চতুর্থ অঙ্কঃ মদনিকা-শর্বিলক

যাইহোক, চোর শর্বিলক গয়নার বাক্স চুরি করে নিজ প্রেয়সী মদনিকার কাছে উপস্থিত হন এবং বসন্তসেনাকে মুক্তিপণ দিতে চান। মদনিকা গয়নার বাক্স চিনতে পারে এবং বসন্তসেনা আড়াল থেকে সবকিছু শুনে বুঝতে পারেন যে আসলে কী ঘটেছে। শেষে বসন্তসেনা গয়নার বাক্সের পরিবর্তে মদনিকাকে মুক্তি দেন। মদনিকাকে শর্বিলক গ্রহণ করায় গণিকাবৃত্তি থেকে মুক্তি পায় সে। ঠিক তখনই আর্যক নামের এক বিদ্রোহী রাজা পালকের কারাগার থেকে পলায়ন করেন এবং আর্যককে সাহায্য করার জন্য চোর শর্বিলক বেরিয়ে পড়েন। এ অঙ্কে আরো দেখা যায় চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় বসন্তসেনার মহলে উপস্থিত হয়েছেন।

বসন্তসেনার মহাজাঁকজমকের আটমহলা বাড়ি দেখে মৈত্রেয় এতটাই অভিভূত হন যে প্রংশসার ভাষা হারিয়ে ফেলেন। মৈত্রেয় বসন্তসেনার হাতে চারুদত্তের স্ত্রী ধূতার গলার একটি মহামূল্যবান হার তুলে দেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এখানে ধূতাদেবীর চরিত্রটি একটি আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কখনো চারুদত্তের বিরোধিতা করেননি। চারুদত্তের সকল কর্ম, সুসময়, দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকতেন। বসন্তসেনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অলঙ্কার গ্রহণ করেন।

পঞ্চম অঙ্কঃ দুর্দিন

পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায, বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন ধূতার অলঙ্কারটি ফিরিয়ে দেয়ার অজুহাতে। এই দিনটি ছিল একটি দুর্যোগের দিন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি নামে এবং বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে রাত্রি যাপন করেন। এ পর্যায়ে বসন্তসেনা এবং চারুদত্তের মধ্যে প্রেম আরো গভীর হয় এবং এ প্রেমিকযুগল একে অপরকে প্রেম নিবেদন করেন এবং আনন্দের সাথে সময় অতিবাহিত করেন।

ষষ্ঠ অঙ্কঃ প্রবহণ বিপর্যয়

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, ভোর হওয়ার সাথে সাথে চারুদত্ত বেরিয়ে যান এবং বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক নামে বাগানে দেখা করতে বলেন। চারুদত্ত চলে যাওয়ার পর চারুদত্তের নাবালকপুত্র রোহসেনের সাথে বসন্তসেনার সাক্ষাৎ হয়। সোনার গাড়ির জন্য ক্রন্দনরত রোহসেনকে খুশি করার জন্য বসন্তসেনা তার সমস্ত গয়না রোহসেনের মাটির গাড়িতে রেখে দেন। এর পরবর্তীতে দেখা যায়, বসন্তসেনা ভুলবশত শকারের ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসেন এবং চারুদত্তের গাড়িতে বিদ্রোহী আর্যক লুকিয়ে পড়ে। দুটি গাড়িই পাশাপাশি থাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সপ্তম অঙ্কঃ আর্যকাপহরণ

সপ্তম অঙ্কে দেখা যায়, চারুদত্ত বসন্তসেনার জন্য বাগানে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু চারুদত্তের গাড়ি থেকে বসন্তসেনার পরিবর্তে বের হলেন আর্যক। আর্যকের সমস্ত বৃত্তান্ত জানার পরে চারুদত্ত আর্যককে পালাতে সাহায্য করেন।

অষ্টম অঙ্কঃ বসন্তসেনামোটন

অষ্টম অঙ্কে দেখা যায়, বসন্তসেনা শকারের গাড়ি থেকে নেমে আসছেন। বসন্তসেনা অপ্রত্যাশিতভাবে চারুদত্তের পরিবর্তে শকারকে দেখতে পান। শকার বসন্তসেনাকে দেখে খুব খুশি হন এবং প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু বসন্তসেনা তা প্রত্যাখান করেন। এরপর দুরাত্মা শকার নানাভাবে বসন্তসেনাকে উৎপীড়ন করতে থাকে। এক পর্যায়ে বসন্তসেনা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শকার বসন্তসেনাকে মৃত মনে করে সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বসন্তসেনাকে আশ্রমে নিয়ে যান এবং জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন।

নমব অঙ্কঃ ব্যবহার

নবম অঙ্কে দেখা যায়, এক বাগানে এক মৃত যুবতীর দেহ পাওয়া গেছে। তার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। সকলেই এই মৃতদেহকে বসন্তসেনার মৃতদেহ মনে করে। এই সুযোগে শকার চারুদত্তকে দোষী বানানোর চেষ্টা করে। চারুদত্তের বাড়ি থেকে বসন্তসেনার গয়নাগুলো উদ্ধার হলে চারুদত্ত দোষী প্রমাণিত হন। চারুদত্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় বসন্তসেনাকে হত্যার অপরাধে। এ ঘটনায় মৈত্রেয় এবং ধূতাদেবী বেদনায় ভেঙে পড়েন।

দশম অঙ্কঃ সংহার

দশম অঙ্কে দেখা যায়, চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বসন্তসেনা সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন। ফলস্বরূপ সবকিছুই এক মুহূর্তের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায়। সকলেই বুঝতে পারেন যে চারুদত্ত কোনো হত্যাকারী নন এবং বসন্তসেনা নিহত হননি, ঠিক সেই সময়ে খবর আসে যে দুষ্ট রাজা পালককে হত্যা করে বিদ্রোহী রাজা আর্যক সিংহাসন দখল করেছেন। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। চারুদত্তকে মুক্তি দেয়া হয় এবং শকারকে কারারুদ্ধ করা হয়। শ্রীমান চারুদত্তকে বসন্তসেনার সাথে বিবাহে সম্মতি দেয়া হয়। চারুদত্তের অনুরোধে পরে শকারকে মুক্তি দেয়া হয়। সবশেষে চারুদত্তের শস্যাপূর্ণা বসুন্ধরা ও বিপুলা পৃথিবীর মঙ্গলকামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় শূদ্রকরচিত নাটক ‘মৃচ্ছকটিক’।

তৃতীয় অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্রণ

অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে রাজাই নায়ক, কিন্তু মৃচ্ছকটিকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ নাটকের চরিত্রগুলি সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত। এখানে সামাজিক অবস্থা এবং পেশার সমন্বয় মিলেমিশে একাকার। এখানে নেপথ্যে রয়েছেন রাজা এবং প্রকাশ্যে আছে প্রজা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। দরিদ্র চারুদত্ত, ধনবতী বসন্তসেনা, কুলপুত্র শর্বিলক ও সংবাহক, হঠাৎ করে ধনী হওয়া সংস্থানক, সম্প্রতি ধনহারা দর্দুরক, ভৃত্য স্থাবরক, মৈত্রেয়, গণিকা মদনিকা, দাসী রদনিকা, দরিদ্র চণ্ডাল সবাই যার যার চরিত্রে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে প্রায় প্রতিটি চরিত্রই একেবারে চেনা জগতের বিস্ময়কর মানবপ্রকৃতির সীমানা ছুঁয়েছে।

চারুদত্ত

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে চারুদত্ত এক অনন্য চরিত্র। সর্বগুণময় তিনি। তিনি একাধারে যশস্বী, মনস্বী, দাতা, পরদুঃখকাতর, ধর্মনুরাগী, প্রেমবৎসল, তার প্রতিটি কর্মে আত্মনিয়ন্ত্রণের মার্জিত নিদর্শন আছে। কঠোর আত্মসংযম তার চরিত্রের জ্যোতিকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। জন্মসূত্রে চারুদত্ত এক মহৎপ্রাণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু পেশাগতভাবে স্বনামধন্য বণিক। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি গুণে পদ্ম, শীলে শশী, বিপন্নের ত্রাতা, চার সমুদ্রের অমূল্য রতন, ধর্মের নিদান। উজ্জয়িনীতে তিনি 'মহাত্মা' বলে পরিচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়েও তিনি অহংকার করেননি। সকলের প্রতি সমব্যথী তিনি। বিনয় ও সদাচারে সদা মানবধর্মে সেবাব্রতী তিনি। সচ্চরিত্রের অধিকারী তিনি। কোনো রকম নিন্দনীয় কাজের কালোছায়া পড়েনি তার জীবনে। তিনি একজন যথার্থ সংস্কৃতিমনা ও প্রগতিশীল পুরুষ। গুণের সমাদর করেন তিনি। বিটের কথায় জানা যায়, তিনি আপামর মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য দরিদ্রের করাল গ্রাসের মুখে পড়েছেন। কেউ কখনো খালি হাতে তার কাছ থেকে ফিরে যায়নি। দুহাতে তিনি দান করেছেন। তিনি ছিলেন

দরিদ্রের শেষ আশ্রয়স্থল। চারুদত্তের করুণ মানবিক হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তার গৃহে চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে। তার মতে, গরীব বলেই তো চোর চুরি করতে আসে। কিন্তু আজ তিনি নিঃস্ব-রিক্ত। চোর যদি কিছু না পেয়েই ফিরে যায় তবে যে গৃহের অকল্যাণ হবে। কারণ তার কাছে চোরও যে একজন অতিথি। অপরের বিশ্বাস যেন চারুদত্তের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। তাইতো বসন্তসেনার অলংকার চুরি গেছে জেনে তিনি মূর্ছিত হলেন, অলংকার হারানোর ভয়ে নয়, বিশ্বাস হারানোর ভয়ে।

চারুদত্তের আর্থিক দুরবস্থা এমন যে, বসন্তসেনাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে যে মশালের প্রয়োজন তার তেলটুকু পর্যন্ত নেই। দারিদ্র্যতার মধ্যেও যে এমন দেবদ্যুতি আছে, ঐশ্বর্য আছে, তা চারুদত্তকে দেখে বসন্তসেনা প্রথম অনুভব করল। দারিদ্র্যতা দুর্ভাগ্য এনেছে, আবার দারিদ্র্যের মধ্য থেকেই তিনি একজন খাঁটি মানুষ। তিনি মনে করেন দারিদ্র্যের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

পুত্র রোহসেন একটি ছোট্ট সোনার গাড়ির জন্য কান্না করে পেয়েছে একটি মাটির খেলনা গাড়ি। ধনবান চারুদত্তের কাছে এর চেয়ে আত্মগ্লানি আর নেই। প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী চারুদত্ত শত সংকটেও আত্মধর্মভ্রষ্ট হননি। সবরকম পরিস্থিতিতে তিনি আত্মসম্ভ্রমে বলিষ্ঠ ছিলেন। চারুদত্ত শিল্পানুরাগী ছিলেন। গুণী শিল্পীদের তিনি কদর করতেন। সাহিত্য-সংগীত, নৃত্যের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কোনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় তিনি ভয় পাননি। নিজের জীবনের সত্য ও সততায় তিনি সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চারুদত্ত মানবপ্রেমের উন্মুক্ত মন নিয়েই গণিকা বসন্তসেনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। বসন্তসেনার প্রতি অকৃত্রিম, শান্ত প্রেমেই তাকে অনন্য করেছে। তিনি কিন্তু বসন্তসেনার প্রতি বিগলিত হয়ে যাননি। এখানে চারুদত্তের চরিত্রের ধীরতা স্পষ্ট। গণিকাকে কুলবধূর মর্যাদা দিয়ে তিনি বসন্তসেনাকে দয়া বা করুণা দেখাতে চাননি। তিনি ভালোবেসেছেন কোনো গণিকাকে নয়,

একজন গুণবতী, উদারমনা নারীকে। তিনি যেমন বণিক, বসন্তসেনা তেমনি গণিকা। গণিকাত্ব চারুদত্তের কাছে পেশামাত্র।

মিথ্যা হত্যার অভিযোগ নিয়ে রাজার শ্যালক শকার বিচার প্রার্থী হলে চারুদত্ত এর প্রতিবাদ করেছেন। বিচারালয়ের মর্যাদা রক্ষা করেছেন, কিন্ত বিদ্রোহী হননি। সকল ধর্মের সমন্বয়, পরমতসহিষ্ণুতা ও শান্তিময় পৃথিবীর যে আকাঙ্ক্ষা তিনি করেছিলেন তা সফল হয়েছে। চারুদত্ত সত্য, শিব ও সুন্দরকে চেয়েছেন তার একমাত্র বাসনা গাভী দুগ্ধবতী হোক, শস্যপূর্ণা হোক বসুবতী, মেঘ বর্ষণ করুক, মধুর পবন বয়ে যাক, বিপ্র শুদ্ধমনে ব্রতী হোক, রাজা হোক রিপুর তাড়নামুক্ত, ধর্মপরায়ণ এবং শান্তিময় পৃথিবীর পালনকর্তা। তাই তিনি নতুন ভুবন, নতুন আদর্শের প্রার্থনা করেছেন।

বসন্তসেনা

চিরাচরিত নারীর আদর্শ, সৌন্দর্যের যে কীর্তি শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকাব্যে চিত্রিত হয়েছে, মৃচ্ছকটিকে তার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। শাস্ত্রীয় নারীদের মতো মহীয়সী বা মর্যাদাসম্পন্ন মহানুভবতা হয়তো বসন্তসেনার নেই, কিন্তু বোধ, বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা, কঠিন প্রথাভঙ্গের দুর্জয় স্বপ্ন ও প্রখর স্থিরচৈতন্য তাকে বিরল ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দান করেছে। বসন্তসেনা সম্পর্কে বিট বলেছে -

বসন্তসেনা পদ্মহীন লক্ষ্মী অনঙ্গদেবের ললিতাস্ত্র, মদনবৃক্ষের পুষ্পরত্ন। লজ্জায় রতি বিরহিণী হৃদয় নিয়ে মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগে চারুদত্তের সন্নিধানে সে যাত্রা করেছে। তার রূপ যেন বিশুদ্ধ শুভ্র শরতের জ্যোৎস্না, দন্তরাজি ততোধিক শুভ্র ওষ্ঠাধর নবপল্লবতুল্য।

বসন্তসেনার আত্মাভিমান ও আভিজাত্য যে - কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠিত নারী অপেক্ষা ঈর্ষণীয়। গুণবতী এই বিদুষী গণিকাশ্রেষ্ঠা কোনো সস্তা আবেগে গা ভাসিয়ে দেননি। চারুদত্ত ও বসন্তসেনা এখানে সমান আত্মমর্যাদা গুণসম্পন্ন দুজন মানুষ এবং দুজনের মিলন বোধহয় যতার্থই হয়েছে।

অজস্র সম্পদের মালিক হয়েও দরিদ্র চারুদত্তের মুখে তার প্রতি প্রণামে তিনি মুগ্ধ, অনুরাগে প্লাবিত। তাইতো তিনি বলেছেন - 'আমি ভালোবাসতে চাই, সেবা করতে চাইনা।'

বসন্তসেনাই প্রথম গণিকা যিনি নিজেকে অভিসারিকা করে তুলেছেন। চারুদত্তকে পাবার ভাবনায় মত্ত হয়ে থেকেছেন। হৃদয়ের গহীন কোনো প্রেমিকের জন্য রেখেছেন অকৃত্রিম ভালোবাসা। বসন্তসেনা শুধু প্রেয়সীই নয়, প্রেয়সীর হৃদয়ের ভাষাও বোঝেন তিনি। নিজের প্রেমের অনুভূতির আলোকে তিনি মদনিকার ভালোবাসাকেও মূল্য দিয়েছেন। আপন ভালোবাসার গৌরবে অপরের ভালোবাসাকেও গৌরবান্বিত করেছেন। এখানেই বসন্তসেনার ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়েছে -

মদনিকার মুক্তিতে তারও মুক্তি হয়েছে। দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি করুণা নয় বরং রোহসেনের প্রতি স্নেহকাতর হয়েই তিনি অলংকার অর্পণ করেছেন। এ মাতৃত্ববোধই তাকে অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল করেছে। তৎকালীন গণিকাদের অনেক গুণের মধ্যে একটি ছিল কবি মন। তাছাড়াও নৃত্য, গীত ও চিত্রকলায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। বর্ষার নবঘনরূপ দেখে নানা আলংকারিক শব্দ প্রয়োগে বসন্তসেনা এক প্রকৃতিমুগ্ধ কবি। তিনি বলেছেন - বিদ্যুৎমালা যেন সোনার প্রদীপ হয়ে প্রাসাদের উপর সঞ্চরণ করছে। মেঘের রূপ দেখে প্রাণিকূল যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা ধরা পড়েছে তার মনে - ময়ূর মেঘকুলকে সকাতরে ডাকে, বলাকারা আলিঙ্গন করে। হংসরা পদ্মবন ত্যাগ করে উৎকণ্ঠিত হয়। মেঘের আড়ালে নক্ষত্ররাশি তাদের দিগ্‌বধূকে হারিয়েছে। প্রিয়মিলনে বিধুর বসন্তসেনা মেঘকে সম্বোধন করে বলেছে কেন তার দয়িত-মিলনের পথে সে ভয় দেখাচ্ছে। আবার এই মেঘ জলাধারারূপ হাত দিয়ে তার সর্বাঙ্গে আদর করছে। এ যেন কল্পনায় আঁকা কোনো কাব্যের অপ্সরা। এখানেই বসন্তসেনা এক অনন্য নারী।

মানুষ চিনবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বসন্তসেনার, তাইতো শকারের আচরণ ও কথায় তিনি কখনো সন্তুষ্ট হননি, দূর করে দিয়েছেন শকারের পাঠানো ধন। নিয়তিবাদী বসন্তসেনা ভাগ্যের চক্রে নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর গহ্বর থেকে জীবনের আলোয় ফিরেছেন। পক্ষান্তরে তার জীবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার দয়িত, প্রেমিক চারুদত্তও অবধারিত মৃত্যু-কূপ থেকে প্রাণে বেঁচেছেন। এ যেন একই জীবনে দুটি জীবন।

শকার

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে রাজা পালক একজন স্বজনপোষক। শকার বা সংস্থানক হচ্ছে রাজা পালকের শ্যালক। শকার মিথ্যাচারী, অধার্মিক, পরনিন্দুক, দাম্ভিক, মূর্খ, পরদ্বেষী, লম্পট, সমাজবিরোধী, স্বার্থপর, দয়ামায়াহীন, মানবতাবিরোধী একজন বাকসর্বস্বশূন্যগর্ভ মানুষ। তার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই। রাজা পালকের শ্যালক এই পরিচয়েই সে দাপিয়ে বেড়ায়। পালকহীন শকার নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয়। বিদূষক তাকে বলেছে - কুলটাপুত্র, উচ্ছৃঙ্খল দোষভাণ্ড। শকারের চরিত্রটি একটি নেতিবাচক চরিত্র।

শকারের মূর্খতার পরিচয় মেলে তার কথায় ও কর্মকাণ্ডে। যেমন - সে বলেছে রাবণের বশে কুন্তী, রামের ভয়ে দ্রৌপদী, জমদগ্নির ছেলে ভীমসেন, কুন্তীর ছেলে রাবণ, ইন্দ্রের ছেলে রাবণ, ধর্মের ছেলে জটায়ু, কুন্তীর গর্ভে রামের ছেলে অশ্বত্থামা ইত্যাদি।

শকারের কোনো মমত্ববোধ নেই। নিষ্ঠুর পাষাণ সে। তার সকল কর্মই দুষ্কর্ম, সব চিন্তাই দুষ্ট চিন্তা। সে নিজেকে বীরপুরুষ ভাবে। তার অভদ্র ব্যবহার, অশিষ্টতা, নির্লজ্জতা তাকে সকলের কাছ থেকে দুরে রেখেছে। শকার বিটকে বলেছে - 'তুমিই আমার গুরু, পরম গুরু, আদরণীয়, মাননীয়। তুমিই আগে গাড়িতে ওঠো।' বিট গাড়িতে উঠতে গেলে মুহূর্তেই শকারের ভিতরের কুৎসিত সত্তাটি বেরিয়ে আসে - ভদ্রতার মুখোস খুলে বলে - 'তোমার কি বাবার গাড়ি যে আগে উঠবে? আমার গাড়ি, আমিই আগে উঠব।' এই সংলাপে তার যে চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যাই উপযুক্ত নয়।

সে শব্দ জানে কিন্তু শব্দার্থ জানে না, সে ভাষা বোঝে, ভাষার ইঙ্গিত বোঝে না। সে অশিক্ষিত অজ্ঞান, কিন্তু পণ্ডিতিভাব প্রদর্শন ও প্রয়োগে অগ্রগণ্য। অন্ধকারে বসন্তসেনা অন্তর্হিত হলে সে বলে - 'মালার গন্ধ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি - কৈ ভূষণের শব্দ তো দেখতে পাচ্ছিনা।' বিট

বসন্তসেনাকে বাঁচাতে বলে -তার গাড়িতে একজন রাক্ষসী বসে আছে তখন শকার বলে - 'যদি সত্যিই রাক্ষসী হয়, তবে তোমার সর্বস্ব চুরি করল না কেন? আর যদি চোর না হয়, তবে তোমাকে খেয়ে ফেললো না কেন?'

শকার বিচার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে চেয়েছে রাজকীয় শক্তি দিয়ে। 'আমি বড়লোক, বড় মানুষ, রাজার শালা।' বিচার তার অনুকূলে না হলে সে বিচারককে সরিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়।

বসন্তসেনাকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করতে উদ্যত হওয়ায় তার হাত একটুও কাঁপেনি। নির্মমতাই শকারের এমাত্র ধর্ম। বিচারক তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে বললে সে বলে - 'এ সবতো আমারই জায়গা যেখানে আমার ইচ্ছা হবে সেখানেই বসব।' বিচারশালাকে সে প্রহসন কক্ষ বানিয়ে তুলেছিল। আত্মপ্রচারে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী- 'আমি রত্নকুম্ভের মতো মহাত্মা লোক, আমি কখনো স্ত্রী হত্যা করিনা।' বসন্তসেনাকে হত্যার দায়ে বিচারের পথে চারুদত্ত অভিযুক্ত হতে যাচ্ছে। আর হত্যাকারী শকার স্বয়ং এক হিংস্র উল্লাসে চারুদত্তের আসন্ন মৃত্যুতে উল্লসিত - শত্রুর মরণ দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। শুনেছি যে শত্রুর মরণ দেখে জন্মান্তরে আর চক্ষুরোগ হয় না।' তার এই সংলাপেই তার চরিত্রের পঙ্কিলতা, হিংস্রতা অনুমেয়।

বিট ও বিদূষক

বিট হলো বেশ্যা ও প্রেমিকের বার্তাবাহক বা শৃঙ্গারে নায়কের সহায় বিশেষ বা অনুচর। অন্যদিকে বিদূষক নায়কের বন্ধু স্থানীয় এবং শৃঙ্গারে সহায় বিশেষ। তবে তাদের এই নামগুলি বৃত্তি বিশেষ। যারাই এই কর্মে নিযুক্ত থাকত তারাই পদানুসারে এই নাম প্রাপ্ত হতো।

বিট শকারের অনুগত পণ্ডিত পরিষদ এবং বিদূষক চারুদত্তের সখা। চারুদত্ত ও শকারের চরিত্রগত পার্থক্য সীমাহীন হলেও বিট ও বিদূষক চরিত্র দুটি এখানে অশুভ শক্তির পরিচায়ক নয়। এরা কেউই অসুস্থ মানসিকতার বা সমাজবিরোধীতার অংশ নয়। বিট শকারকে সঙ্গ দিয়েছে কিন্তু সঙ্গী হতে পারেনি। শকারের মতো চরিত্রহীন, লম্পটকে মানুষ করার কোনো কৌশলই বিটের জানা ছিল না। বিট এক শান্ত-স্বভাবের নির্বিবাদ মানুষ। শকার বসন্তসেনাকে পথমধ্যে নানা কটু কথা বলে বিরক্ত করলে বিট নিষেধ করেছে অথবা নিশ্চুপ থেকেছে। সে শকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে নারীকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে তবেই পাওয়া যায়। ধনযোগে বা বাহুবলে তাকে পাওয়া যায় না।

সে ধার্মিক, নীতিবাদী, মানবিক এবং স্ত্রীজাতির প্রতি মর্যাদাশীল। তার সহিষ্ণুতা অসীম কারণ অপমানিত হয়েও কোনো রূঢ় কথা সে বলেনা।

অন্যদিকে বিদূষক সৎমনের মানুষ এবং একজন নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান মানুষের সঙ্গী। চারুদত্তের মহত্বের অন্যতম প্রচারক সে। যেমন তিনি পরিহাসপ্রিয় তেমনি আবার সত্যপ্রিয় এবং ধর্মপ্রিয়। প্রিয় সখা চারুদত্তকে সবসময় আগলে রেখেছেন। নিজের সুবিবেচনা বলে মানুষ চিনতে ভুল করেন না তিনি আবার অসৎ ও অবিবেচক মানুষ থেকে দূরেও থাকেন।

বিদূষক নিজের শক্তি ও সীমা সম্পর্কে অবগত, তাইতো বলেছে - 'সকল সাপের মধ্যে যেমন ঢোঁড়া সাপ - সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমি তেমনি ব্রাহ্মণ।' বিদূষক সবসময় চেষ্টা করেছে চারুদত্তের কষ্টকে কম করতে। বিদূষকের সামাজিক অভিজ্ঞতায় সে একজন অনন্য মানুষ। যেকোনো মনের কথাকে সে সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারে। নিজের আত্মোপলব্ধিতে তিনি ভাস্বর। এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় তার বিভিন্ন বক্তব্যে। যেমন - 'অলসমুখী পদ্মিনী, অরক্ষক বণিক, অচোর স্বর্ণকার, অকলহ গ্রাম্যসমাগম, আর আলুব্ধা গণিকা - এ কখনো মনে কল্পনা করা যায় না।' অবশ্য বসন্তসেনার পরিচয় পাবার পর তার এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। চারুদত্তের উজ্জয়িনীর উন্নতি ধারায় বিপুল অবদানের কথা বলে বিচারকদের নিকট তার মুক্তি কামনা করেছে। চারুদত্তের বিরহে সে প্রাণত্যাগ করবে বলে স্থির করে। তার মতে উত্তম বন্ধুর জন্যে প্রাণত্যাগ গৌরবের ও গর্বের।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃচ্ছকটিক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের বর্ণনা।

সামাজিক অবস্থাঃ

নাটক, গল্প, উপন্যাস হচ্ছে সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। মৃচ্ছকটিক প্রকরণেও শূদ্রক একটি যুগসমাজের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি তখন খ্যাতির তুঙ্গে। একদিকে বিশাল বিত্তশালী, বণিক ও ধনীশ্রেণির সমাজ, আর তার পাশাপাশি প্রদীপের কোলে অন্ধকারের মতো অসংখ্য হতভাগা দরিদ্র মানুষের দীর্ঘশ্বাস। চোর , জুয়াড়ি, বখাটে, বেশ্যা, দাস-দাসীদের আনাগোনা। শাসন আছে তবে তা রাজকর্মচারীর মর্জি মাফিক। বিশেষ করে শকারের মতো রাজআত্মীয় যদি হয়। আর্থ-সমাজব্যবস্থার এই বৈষম্য নিঃসন্দেহে শূদ্রক উদার মনে লক্ষ করেছেন।

জুয়া খেলার প্রচলন ছিলো সেসময়। জুয়া খেলায় বিজয়ী পরাজিতের কাছ থেকে যে টাকা পেত রাজা পেতেন তার দশমাংশ। এই অর্থ আদায়ের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত থাকত সে সভিক, দ্যূত সভার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। জুয়ায় হেরে যে টাকা দিতে পারেনা তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের নানা আইন সম্মত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

এখানে গণ্ডী কেটে আটকে রাখার কথা আছে। টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত গণ্ডীর মধ্যেই থাকতে হতো পরাজিত জুয়াড়িকে। বের হলে আর কোনোদিন সে জুয়া খেলতে পারত না। টাকা দিতে না পারলে নানা শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। জুয়ার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে বাবা, মা ও নিজেকে বিক্রি করার কথা থেকে ক্রীতদাস প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে ধনীদের মধ্যে রীতি ছিল প্রিয় সংবাদ বহন করে যে আসত তাকে অলংকার ও অর্থ বা মূল্যবান কিছু দেওয়া হতো। বণিক চারুদত্ত গহনা দিতেই অভ্যস্ত তবে দরিদ্র হওয়ার কারণে কখনো কখনো বস্ত্রও দান করেছেন। তখনকার সমাজে অন্যান্য বিদ্যার মতো চৌর্যবিদ্যাও রীতিমতো চর্চার বিষয় ছিল । ক্রীতদাসের মতো গণিকাও গণিকালয়ে বন্দী থাকত আমরণকাল, তার বৃত্তিই ছিল তার বন্দিত্বের কারণ। কোনো কুলপুত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে তার স্বত্ত্বাধিকার চাইলে উপযুক্ত মূল্য গণিকালয়ে দিয়ে তাকে নিতে হতো। সেকালের গণিকাদের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হতো। গণিকার শিক্ষা তালিকায় নৃত্য, গীতের পাশাপাশি চিত্রাঙ্কনও ছিল। 'বন্ধুল' শব্দটির প্রয়োগ মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়। এরা সমাজে সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম, পরিহার্য ও অবজ্ঞেয় জীব। গণিকার গর্ভজাত বলে এবং সমাজে অন্য কোথাও কোনো স্থান নেই বলেই এরা গণিকালয়ে বাস করতো। বিচার ব্যবস্থা বা আদালতের পরিবেশ সম্পর্কেও তৎকালীন একটি চিত্র পাওয়া যায়। আদালতে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী নিয়োজিত থাকত। এর মধ্যে শোধনক, শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ উল্লেখযোগ্য পদ। আদালতের নিম্নস্তরের কর্মচারীকে শোধনক বলা হতো। আদালত ঘরটা ঝেড়ে মুছে শোধন করে আসনবিন্যাস করা ছিলো এদের কাজ। শ্রেষ্ঠীরা হতেন বিভিন্ন কুটীরশিল্পের গোষ্ঠীপতি। আদালতে এরা শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার জন্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে বিচারককে সাহায্য করতেন। কায়স্থ হলো মামলাটা লিখে সাজানোর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

মৃত্যুদণ্ড হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করতো চণ্ডাল। মৃত্যু ও কায়িক দণ্ড যেমন বিচিত্র ছিল তেমনি তার প্রক্রিয়াও ছিল নিষ্ঠুর। এ দুটির সঙ্গে যুক্ত থাকায় সমাজে চণ্ডালকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখতো। বধের পূর্বে বধ্যের কাছে ঘাতকের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথা ছিল।

তখনকার সমাজে গণিকারা বেশ উচ্চস্থানীয় ছিল। ধন-সম্পদ ও অভিজাত জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিল তারা। তবে গণিকা অনবগুণ্ঠিতা থাকত, অবগুণ্ঠনে শুধু কুলবধূদেরই অধিকার ছিল। তবে রাজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল গণিকাকে কুলবধূত্ব দান করার।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে আজ থেকে অন্যূন দেড় হাজার বছরেরও পূর্বের অতীতে অবস্থিত সমাজ বাস্তবতার যে প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই তা অনেকটা আমাদের বর্তমান সমাজেরই মতো। সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, গণিকাবৃত্তি, দারিদ্র্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, চৌর্যবৃত্তি, হটকারিতা সবই যেন যুগান্তরের পথ পরিক্রমায় একই সূত্রে চলছে।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে রাজা পালকের উল্লেখ আছে তবে উপস্থিতি নেই। রাজা না থাকলেও আবার রাজার হুকুম আছে। রাজা শক্তির অপব্যবহার ও দাপটের ভয়ঙ্কর এক নেতিবাচক অমঙ্গল শক্তির উদ্ভব হয়েছে রাজার শ্যালক শকারের মাধ্যমে। রাজার চেয়ে রাজার শ্যালক কত শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি শকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্রশক্তি বিভ্রান্ত হলে রাজমহলের আলোক প্রদীপ যে নিজ থেকেই স্তিমিত হয়ে যায়, এই বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় রাজা পালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আর্যকের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার পালাবদলের মধ্য দিয়ে। আর্যক কে ছিলেন সে বিষযে মতভেদ আছে। তার বিষয়ে বলা হয়েছে তিনি গোয়ালানন্দন, জাতিতে শূদ্র, অর্থাৎ রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা শূদ্রের হাতেও ন্যস্ত হতে পারে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজের অরাজকতা, অনাচার ও জনগণের অনাস্থা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। রাজার শ্যালক শকারের নানা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে রাজার স্বজনপ্রীতি ও প্রজাদের প্রতি অবিচারেরই প্রমাণ। তবে যে রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নাট্যবস্তুর নেপথ্যে প্রায় সারা প্রকরণেই দেখা যায়, দশম অঙ্কে যার পরিণতি, তার নায়ক আর্যক। এঁকে গোয়ালার ছেলে ধরলে রাষ্ট্র বিপ্লবের সাথে একটি সামাজিক বিপ্লবও যুক্ত হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার আলোকে তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাই। তখনকার সমাজে যেমন অভিজাত ধনীদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন ছিল তেমনি আবার হতদরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের দেখাও মেলে। এ থেকে বোঝা যায় সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। বিভিন্ন রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সে সময়েও ছিল। বণিক চারুদত্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবসায় মন্দা এবং অতিরিক্ত দানশীলতার কারণে তাকে দারিদ্র্যের কবলে পড়তে হয়।

অর্থ উপার্জন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য নানারকম বৃত্তি সেসময় বর্তমান ছিল। বৃত্তির দিক থেকে গণিকা, বণিক, বিট, চেট, অধিকরণিক, শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ, দাস-দাসী, চোর, সংবাহক, শ্রমণ, হাতির মাহুত, জুয়াড়ি, চণ্ডাল সবই আছে। এরা সবাই অর্থের বিনিময়ে তাদের বৃত্তি পরিচালনা করত। গণিকাদের অর্থ-বিত্ত সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে তাদের ধনাঢ্য জীবন যাপনের ইঙ্গিত মেলে। গণিকা বসন্তসেনার আটমহলের প্রাসাদের যে কারুকার্জ এবং নির্মাণ শৈলীর কথা প্রকরণে উল্লেখ আছে তাতে তাদের অভিজাত্যের রূপ ফুটে ওঠে।

জুয়া খেলে অর্থ উপার্জন এবং জুয়াড়ির লাভের অংশ রাজকোষে জমা হওয়া এবং এ কাজের জন্য বেতনভুক্ত কর্মচারী নিযুক্তি তৎকালীন অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করেন। তখনকারদিনে স্বর্ণালংকার এবং সৌখিন সাজপোশাকের ব্যবহার ছিল। এ থেকে বোঝা যায় কিছু মানুষ এসব বৃত্তিতেও নিযুক্ত ছিল। সবকিছু মিলে উজ্জয়িনী নগরীর এক সমৃদ্ধ চিত্র আমাদের কাছে ফুটে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকর্ম হিসেবে মৃচ্ছকটিকের মূল্যায়ন

শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে রাজসভার সাথে সাধারণ মানুষের চিত্র এই একটি রচনায় দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকগুলি সাধারণত রাজা-রানি, দেব-দেবীদের বীর গাঁথা প্রসূত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। গণিকা বসন্তসেনা এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয়-কাহিনী এ প্রকরণের বিষয়বস্তু। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ। চরিত্রচিত্রণ, কাহিনী বিন্যাস, নামকরণ, সমাজবাস্তবতা সবকিছু মিলে মৃচ্ছকটিক এক অনন্য দৃষ্টান্ত নিয়ে সংস্কৃত নাট্যভুবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে।

'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণের নামকরণেও একটা মৌলিকতা আছে। 'মৃৎ+শকটিক' এ নামের অর্থ হচ্ছে মাটির গাড়ি। এ নামের সূত্র ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমে একটি আপাতগৌণ ঘটনায় পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত সংস্কৃত প্রকরণে নামকরণ হয় নায়ক বা নায়িকার নাম অনুসারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কারণ হলো, নামকরণে শূদ্রক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে একটি ঘটনা দিয়েই যখন নামকরণ করেছেন তখন নিশ্চই এর গূঢ় অর্থ আছে। এই মাটির গাড়ির সূত্র ধরেই প্রকরণের প্রসঙ্গ ও কার্যকারিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এসেছে। তুচ্ছ মাটির খেলনা গাড়িও নানা রূপে ও রূপকে রচনার শীর্ষনাম হতে পারে - শূদ্রকই এই বার্তা প্রথমে আমাদের দিয়েছেন। অন্য কোনো নাট্যকর্মে এমনটা ঘটেনি।

এই প্রকরণে পরস্পর-বৈসাদৃশ্য দুই শ্রেণীর চরিত্র পাশাপাশি চিত্রিত করেছেন শূদ্রক। যেমন একদিকে চারুদত্ত সাধুজনের আদর্শ চিত্র, তেমনি অন্যদিকে শকার অসাধুজনের যথার্থ চিত্র।

সাধুজনের সমস্ত লক্ষণ চারুদত্তের চরিত্রে এবং অসাধু জনের সমস্ত লক্ষণ শকারের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এই প্রকরণটি আলংকরিক কৃত্রিমতা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত। যেখানে যেখানে হাস্য রসের প্রসঙ্গ আছে তা অতি নিম্নমানের নয় বরং সাধারণ হাস্যরস অপেক্ষা উচ্চমানের। এ হাস্যরসে কিছুটা অভিনবত্বও আছে। এখানে করুণ রসের উক্তিগুলিও স্থান বিশেষে মর্মস্পর্শী এবং স্বাভাবিক।

মৃচ্ছকটিকে ব্যতিক্রম ধারার মধ্যে রয়েছে দৃঢ় বাস্তবতার ছাপ। সমাজের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচারণই এখানে মুখ্য। শুধু রাজা-অমাত্য, দেব-দেবী, রাজপুত্র-রাজকন্যার অভিজাত জীবনচর্যার সীমিত প্রেক্ষিতই সাহিত্যের পটভূমি নয়, সমাজের বিপুল সংখ্যার চলমান বিচিত্র জনমানসের জীবন প্রণালীও যে নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে শূদ্রকই তা প্রথম দেখালেন। রাজব্যক্তিত্ব থেকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব এখানে ধরা পড়েছে। চোর, দুর্বৃত্ত, জুয়াড়ি, প্রতারক, ভিখারি, রাজনৈতিক ফন্দিবাজ, রাজকর্মচারি, রক্ষী, খুনি, শকট-চালক, চণ্ডাল, বণিক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, দরিদ্র, রাজসভাসদ, বিচারক, দাস-দাসী, সন্ধিচোর, গণিকা, কুলবধূ, বিদূষক, অনুগত বন্ধু সকলেই প্রতিনিধিত্ব করেছে একেবারে সক্রিয় জীবসত্তায়। যা অন্য সংস্কৃত নাটক - প্রকরণে দেখা যায় না।

এতদিন সর্বজন স্বীকৃত ছিল যে, গণিকা অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করে। কিন্তু শূদ্রকই আমাদের প্রথম জানালেন গণিকা বসন্তসেনার প্রেম ছাড়া কিছুই নেই। অন্যান্য রচনায় আমরা শুধু গণিকার নারীসত্তা ও প্রেমিকসত্তা দেখেছি। কিন্তু এই প্রকরণে মানবিক সত্তা ও কল্যাণীরূপ দৃষ্ট হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি গণিকাদের কল্যাণবার্তা বর্ষিত হয়েছে। দরিদ্রকে অর্থদান, রাষ্ট্রের বিপদে অর্থদান গণিকাদের এক মহৎ অবদান।

লক্ষ করা যায়, দেবতার স্থানে মানুষ এখানে অভিষিক্ত। অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যা বিরল। ভাগ্য বা দৈবকেও নাট্যকার গৌণ করেছেন মানুষের কাছে। যেন মানুষই এখানে সংসারে মঙ্গলকর্তা, দেবতা নয়।

মৃচ্ছকটিকে মূলকাহিনী ছাড়াও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বস্তু আছে, যেমন - জুয়া খেলা, চুরি করা, বেয়াড়া হাতির কাহিনী ইত্যাদি। এগুলি নানাভাবে মূল নাট্যবস্তুকেই পুষ্ট করেছে।

নানা ধরনের কবিত্ব, ভাষা, হাস্যরস, সামাজিক ব্যঞ্জনা ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপসহ বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রসের অবগাহনে প্রকরণটি যে শুধু সমাজের ও সমৃদ্ধ মানবজীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেছে তা নয়, জীবনের নানা ভালোবাসার উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অনুভব, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পেরেছে। প্রকরণে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার জীবনবোধের গভীরতা তাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্বকে মহিমান্বিত করেছে। এখানে চারুদত্ত ও বসন্তসেনা শুধু একে অন্যের রূপ- সৌন্দর্যে মুগ্ধ নন, গুণেরও সমাদর করেছেন। বহু বিরহ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দুজনে গভীর ভালোবাসা ও জীবনবোধে আবদ্ধ থেকেছেন। এ সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে লোকায়ত স্তরে। অবিশ্বাস্য অতিলৌকিকতাকে পরিহার করে যা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এখানেই মৃচ্ছকটিক অনন্য।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

শূদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। গণিকা বসন্তসেনা এবং ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয়কাহিনী এ প্রকরণের বিষয়বস্তু। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে রাজসভার সাথে সাধারণ মানুষের চিত্র এই একটি প্রকরণেই দেখা যায়। মৃচ্ছকটিকের কাহিনী সম্পূর্ণ লৌকিক। এটিকে আমরা সামাজিক প্রকরণ হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। এখানে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ প্রকরণে আমরা খ্যাতিমান কবিদের সূক্ষ্ম ভাবাবেগ ও সৌন্দর্য চেতনার মোহ থেকে কঠোর বাস্তবতার দৃঢ় ভূমিতে এসে পৌঁছাই।

এখানে আমরা সাহচর্য লাভ করি তস্কর ও জুয়াড়িদের, ভিক্ষু, দুর্বৃত্ত ও নিষ্কর্মাদের, গণিকা ও তার সঙ্গী-সাথীদের। আবার চারুদত্তের মতো মহাত্মার সাক্ষাৎও পাই। সমস্ত প্রকরণ জুড়েই রয়েছে চারুদত্তের আদর্শ ও মহত্বের গুণকীর্তন। মৃচ্ছকটিকে লক্ষ করা যায়, দেবতার স্থানে মানুষ প্রশংসিত হচ্ছে। ভাগ্য বা দৈব এখানে গৌণ। মানুষের মানবিক গুণাবলি এবং মানবতাবোধই এখানে মুখ্য। এখানে বাস্তবতার গভীরতা এতটাই, যেন মনে হয় কোনো দেবতা নয়, মানুষই সংসারে সকল শুভকর্মের প্রতিপালক।

অষ্টম অঙ্কে শকার যখন বিটকে বলছে - 'এই নির্জন বাগানে বসন্তসেনাকে মেরে ফেললে কে দেখতে পারে?' উত্তরে বিট বলেছে - 'সূর্য-চন্দ্র আকাশ-বাতাস দশ দিক আমার অন্তরাত্মা ও পাপপুণ্যের সাক্ষী এই পৃথিবী - এরা সবই দেখবে।' এর অন্তর্নিহিত অর্থটি হলো, মানুষ সত্য আচরণের জন্যে সমস্ত চরাচরের কাছেই দায়বদ্ধ এবং শেষ জবাবদিহিতাটা বাকি থাকে নিজের অন্তরাত্মার কাছে। সেখানে মিথ্যাচারণ নিজের সাথে নিজেরই প্রবঞ্চনা। এখানে কোনো দেবতার অভিশাপ বা আশীর্বাদ কোনো প্রভাব ফেলেনি বরং সম্পূর্ণরূপেই মানবাত্মা এখানে জাগ্রত।

সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার জীবনের পুনর্মূল্যায়নে। সেই মানদণ্ডে মৃচ্ছকটিকের স্থান অধিকাংশ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ঊর্ধ্বে। কারণ এখানে জীবনবোধের গভীর মূল্যায়নের ছাপ রয়েছে। চারুদত্তের জীবনে একদিকে দাম্পত্য সম্পর্ক, দারিদ্র্য, অন্যদিকে গণিকার প্রতি প্রেম, গণিকা বসন্তসেনার চারুদত্তের প্রতি প্রেম, অন্যদিকে শকারের প্রলোভন, মৈত্রেয়ের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি, অসহায় শর্বিলকের নৈতিক মূল্যবোধ, মদনিকার প্রেম, চারদত্তের মহানুভবতা, অসহায় শরণাগতকে আশ্রয়দান এরকম বহু মূল্যবোধের উত্থান-পতনের মধ্যে প্রকরণটির সার্থকতা নিহিত। বিষয় নির্বাচন, প্লট নির্মাণ, চরিত্র সৃজন, বাস্তব অভিজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, সমাজ সচেতনাতা, প্রথাবিরুদ্ধ আচরণ, দৈববিহীন সুস্পষ্ট মানবতা এখানে আধুনিক বুদ্ধিমননের পরিচয় দেয়। দেশী-বিদেশী বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতজন অকপটে মৃচ্ছকটিকর গুণকীর্তন করেছেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকীয় ঘটনাবহুল এক শিল্পকর্ম। বিভিন্ন চরিত্রের প্রেম ভালোবাসা, বেদনা, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, প্রতিহিংসা, দারিদ্র্যতা, সত্য, অসত্য, অবিচার প্রভৃতি বিচিত্র মনোবৃত্তির সমন্বয় দেখা যায় মৃচ্ছকটিকে। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংশয় ও বিপন্নতার মুখোমুখি মানবচিত্তের নিরন্তর সংগ্রামী চেতনার বিরল এক দৃষ্টান্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন রচয়িতা শূদ্রক। বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, বহু স্বার্থের সংঘাত নানা রসের আনাগোনা, সব মিলে প্রকরণটি যে শুধু সমাজের মানবজীবনের একটি সুবৃহৎ অংশকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছে তা নয়, জীবনের নানা আবেগের উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের বিশ্লেষণও করতে পেরেছে।

এ সবকিছুই ঘটেছে মানবিক স্তরে। প্রকরণশ্রেনির এ রূপকে মধুর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নাটকীয়তার তীব্র টানাপোড়েনে যে অনিবার্য বেদনাদায়ক পরিণতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে নাট্যকার শূদ্রক তার অসাধারণ লেখনী দিয়ে মানবপ্রেমের জয়গাঁথা সূচিত করেছেন। বন্ধুত্ব বন্ধন, মুনষ্যত্বের জয়, মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক হয়েছে মৃচ্ছকটিক। এ প্রকরণে যেন

Dhaka University Institutional Repository

যুগযুগান্তরের মানব-মানবীর আত্মিক প্রেমগাঁথার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এখানে জয় হয়েছে শুভবুদ্ধির, বিশ্বনিখিলের মানবতাবোধের। মৃচ্ছকটিকে আমরা দেখতে পাই মনুষ্যত্বের জয়, ধর্মের বিজয়। যে বিজয়রথ আজও থেমে নেই। চলছে, চলবে অনন্তকাল।

আলোচনা শেষে তাই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃচ্ছকটিক একটি অনন্য রচনা যেখানে লোকায়ত স্তরে, অতিলৌকিকতাকে পরিহার করে শুধু সামাজিক বাস্তবতার ছোঁয়ার মানবপ্রেম ও মানবিকতা মুখ্য। সেক্ষেত্রে মৃচ্ছকটিক প্রকরণটিকে সম্পূর্ণরূপে একটি সামাজিক নাট্যকর্ম বললেও অত্যুক্তি হবে না। জাগতিক প্রেমের যে সুন্দর আনন্দময় শান্তি নিকেতন কবি শূদ্রক গড়ে তুলেছিলেন তা সকলের মনে অক্ষত থাকুক অনন্তকাল। এই শুভকামনা নিরন্তর।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস **(Primary Sources)**

১. শূদ্রক, মৃচ্ছকটিক

দ্বৈতীয়িক উৎস **(Secondary Sources)**

১. মৃচ্ছকটিক, শূদ্রক, সুকুমারী ভট্টাচার্য (সাহিত্য একাডেমি, কলকাতা, ১৯৮০)

২. সাহিত্য দর্পণ, বিশ্বনাথ কবিরাজ (অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৬)

৩. V.R Nerurkar, 2nd ed. Bombay-1937.

৪. M.R. Kale, Delhi, Banarsidass, 1962.

৫. Haridas Siddhantavagisha-Mrichchhakatikam.

৬. Gourinath Shatri (Chief Adviser), Sanskrita Sahitya Sambhar (7).